জেলা পরিষদ কার্যালয়, পাবনা

খেয়াঘাট ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে,পাবনা জেলা পরিষদের খেয়াঘাট সমূহ বাংলা সনের ১লা বৈশাখ/১৪২৯ হতে ৩০ শে চৈত্র/১৪২৯ পর্যন্ত এক বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের জন্য দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দরপত্রের সিডিউল সমূহ জেলা পরিষদ কার্যালয় পাবনা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পাবনা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাবনা সদর/চাটমোহর/সাঁথিয়া, পাবনা হতে নির্ধারিত মূল্যে (অফেরত যোগ্য) ক্রয় পূর্বক বর্ণিত কার্যালয় সমূহে রক্ষিত বাক্সে গ্রহণ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীগণ দরপত্র সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি অফিস সময়ে দেখতে ও ক্রয় করতে পারবেন। দরপত্রের সঙ্গে পাবনা জেলার যে কোন তফসিলী ব্যাংকের নির্ধারিত পরিমাণ বিডি/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনার অনুকূলে দাখিল করতে হবে।

ক্রমিক নং	খেয়াঘাটের নাম	সিডিউল মূল্য অফেরতযোগ্য	উদ্ধৃত মূল্য (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত)
১।	চরভবানীপুর, চররাধাকান্তপুর ও কাচাদিয়ার	১০০/-	১৪,৭০০/-
২।	নাগড়েমরা	১০০/-	৩,৮৫০/-
৩।	ইদিলপুর	১০০/-	-
৪।	গোসাইদহ তদন্তগত বিন্যাবাড়ী	১০০/-	৮,২৩৪/-

সিডিউল বিক্রি, দরপত্র গ্রহণ, দরপত্র খোলার বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	দরপত্র বিক্রির সর্বশেষ তারিখ ও সময়	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়
১।	০৯/০৩/২০২২ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা	১০/০৩/২০২২ সকাল ৯.০০ হতে বেলা ১২.০০ ঘটিকা	১০/০৩/২০২২ দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
২।	২৩/০৩/২০২২ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা	২৪/০৩/২০২২ সকাল ৯.০০ হতে বেলা ১২.০০ ঘটিকা	২৪/০৩/২০২২ দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৩।	৩০/০৩/২০২২ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা	৩১/০৩/২০২২ সকাল ৯.০০ হতে বেলা ১২.০০ ঘটিকা	৩১/০৩/২০২২ দুপুর ৩.০০ ঘটিকা

শর্তাবলী ঃ

১) খেয়াঘাটসমূহ আগামী বাংলা সনের ১লা বৈশাখ/১৪২৯ হতে ৩০শে চৈত্র/১৪২৯ তারিখ পর্যন্ত ০১(এক) বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত দেয়া হবে। কেউ বেনামীতে দরপত্র দাখিল করতে পারবে না। পরবর্তী সময়ে জেলা পরিষদের বিনা অনুমতিতে নাম পরিবর্তন বা হস্তান্তর করা যাবে না। ঘাট চালু হলে যদি জানা যায় যে, ব্যক্তি ঘাট ইজারা নিয়েছেন তার স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি ঘাট পরিচালনা করছেন তবে তার ইজারা বাতিল করে উক্ত খেয়াঘাট পুনরায় ইজারা বন্তোবস্ত দেয়া হবে এবং তার ইজারাকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২) ১ম বার শুধু জন্মগত/পেশাদার পাটনীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পাটনীর সার্টিফিকেট স্ব স্ব ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে পরিষদের সহকারী প্রকৌশলীর নিকট থেকে পাটনী সংক্রান্ত সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সিডিউলের সংগে সংযুক্ত করে দিতে হবে। পরবর্তী দরপত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু পাটনীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৩) পূর্ববর্তী বছরের কোন অনাদায়ী/খেলাপি ইজারাদারগণ বকেয়া অর্থ আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ না করলে দরপত্রে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

৪) দরপত্রের মূল্য কথায় ও অংকে পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে এবং অংকে উল্লিখিত মূল্যের গরমিল হলে কথায় লিখিত মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে। দাখিলকৃত ইজারা মূল্যের ১০০% বিডি দিতে হবে।

৫) যার দরপত্র গৃহীত হবে তাঁকে আয়কর বাবদ শতকরা ৫% ও ভ্যাট বাবদ ১৫% বাবদ অতিরিক্ত অর্থ জমা প্রদান করতে হবে।

৬) অকৃতকার্য দরপত্র দাতাদের বিডি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ফেরত দেয়া হবে।

৭) কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে সংশ্লিষ্ট ঘাট চূড়ান্ত ভাবে মঞ্জুর হওয়া মাত্র ৩০০/-(তিন শত) টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদনসহ দখলনামা নিয়ে ঘাট পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় তার জমাকৃত সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত সহ নিলাম খরিদা খেয়াঘাট পুনরায় ইজারার নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হবে। পুনঃ দরপত্রে জেলা পরিষদের কোন ক্ষতি হলে তা তার নিকট হতে আদায় করা হবে। লিখিত আমলনামা/দখলনামা ব্যতীত কেউ ঘাট পরিচালনা করলে তা বে-আইনী বলে গণ্য হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৮) অত্র পরিষদের অনুমতি ব্যতিত উল্লেখিত খেয়াঘাটের নিদিষ্ট স্থান কেউ পরিবর্তন করতে পারবেন না, করলে জমাকৃত অর্থ বাতিল করে উল্লেখিত খেয়াঘাট পুনঃ ইজারা প্রদান করা হবে।

৯) কোন ইজারাদারই তার ঘাট সাব-লিজ দিতে পারবেন না। তাকে প্রতিদিন খেয়াঘাট স্থানে হাজির থেকে ঘাট পরিচালনা করতে হবে। তিনি কোন কারণবশতঃ যদি খেয়াঘাট পরিচালনা করতে পারেন তবে তার যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক অত্র অফিসের অনুমতি নিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে অত্র পরিষদ যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা তাকে অবশ্যই তাঁকে মেনে চলতে হবে। তবে জেলা পরিষদের কোন ক্ষতি বা জটিলতা সৃষ্টির কারণ প্রকাশ পেলে তার ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০) খেয়াঘাটের শ্রেণী হিসাবে অত্র পরিষদে বর্তমানে টোলের যে হার আছে তা খেয়াঘাটের দুই পাড়ে লটকিয়ে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত মাশুল আদায় করা যাবে না। এগ্রিমেন্ট বন্ডে যারা বিনা মাশুলে পারাপার হতে পাবেন তাদের নিকট হতে কোন মাশুল আদায় করা যাবে না।

১১) গুদারা ঘাটে ইজারাগণকে তাদের নিজ নিজ ঘাটে নৌকা রাখতে হবে এবং নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে গেলেও জনগণের সুবিধার্থে প্রত্যেক ঘাটের ইজারাদারকে নিজ ব্যয়ে ৪-০´´ ফুট প্রস্থ বাঁশের সাঁকো তৈরী করে দিতে হবে।

১২) ১৯৬০ সালে বাংলাদেশ জেলা পরিষদের কর ধার্যের যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ আছে এবং কবুলিয়াতে যে সকল শর্ত আছে তা ইজারাদারগণকে মেনে চলতে হবে। এ সকল শর্ত ভঙ্গ করলে তার ইজারা বন্দোবস্ত বাতিল হবে।

১৩) আলোচ্য শর্তাবলী অনুযায়ী অত্র পরিষদ কর্তৃপক্ষ যে কোন খেয়াঘাটের দরপত্র গ্রহণ/বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(কাজী আতিয়ুর রহমান)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ,পাবনা।
তারিখঃ ২২/০২/২০২২ খ্রিঃ

স্মারক নং-৪৬.০০.৭৬০০.০০৬.২৮.০০১.২২.৬৬(১০০)

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
২। জেলা প্রশাসক,পাবনা।
৩। পুলিশ সুপার,পাবনা।
৪। নির্বাহী প্রকৌশলী,সওজ/গণপূর্ত/এলজিইডি/পাউবো,পাবনা।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,পাবনা সদর/সাথিয়া/চাটমোহর, নোটিশ বোর্ডে প্রচারের জন্য।
৬। মেয়র,পাবনা/সাঁথিয়া/চাটমোহর পৌরসভা।
৭। সার্ভেয়ার, জেলা পরিষদ, পাবনা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সময়সূচী অনুযায়ী ঢোল সহরত করতঃ সংশ্লিষ্ট ইজারাদারদের স্বাক্ষরসহ সার্ভিস রিটার্ণ দরপত্র গ্রহণের ১ দিন পূর্বে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,পাবনা সদর/সাঁথিয়া/চাটমোহর,থানা।
৯। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান,দোগাছী/ডেমরা/চাটমোহর, পাবনা।
১০। সিএ টু চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, পাবনা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(কাজী আতিয়ুর রহমান)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ,পাবনা।